ফিরে দেখা

জীবন কুমার চৌধুরী

বি ই কলেজ এক্স-স্টুডেন্টস্ ক্লাবের চল্লিশ বছর পূর্তির আনন্দ-উৎসবে আমার এই প্রতিবেদনের শুরুতে কলেজের অগ্রজ প্রাক্তনীদের ও তাঁদের পরিবারদেরকে (যাদের কয়েকজনকে চাক্ষুষ করার ও সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে, আবার অনেককে দেখিও নি) প্রণাম ও অনুজ প্রাক্তনীদের ও তাদের পরিবারদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমি বি ই কলেজ এক্স-স্টুডেন্টস্ ক্লাবের সূচনা পর্বের সদস্য নই। কর্মসূত্রে সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে আশি দশকের শেষাশেষি, দশ বছর কলকাতার বাইরে (প্রথম ছ'বছর বিদেশে তারপরে বাকি চার বছর বোম্বে যা অধুনা মুম্বাই নামে পরিচিত শহরে) থাকায় ক্লাবের সূচনা পর্বের ব্যাপার-স্যাপারগুলোর সঙ্গে সম্যক পরিচিত লাভ করার সৌভাগ্য হয়নি। পরবর্তী সময়ে কলেজের প্রাক্তনী দাদাদের ও ভাইদের মুখে, বিশেষত যারা তদানীন্তন বিধাননগর ওরফে সল্ট লেক শহরাঞ্চলের বাসিন্দা, তাদের স্মৃতিমেদুর গল্পগাঁথা একাধিকবার শুনেছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এরকম একটা বিশাল কর্মকান্ড, ভাবনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়িত করতে, যে পরিমাণ দূরদৃষ্টি, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হয়, তা সত্যিই অভাবনীয়। প্রাক্তনী হিসেবে আমিও গর্ব বোধ করছি।

২)

নব্বই দশকে ক্লাবের কথা বিভিন্ন সভা সমিতির সমাবেশে ভাসা ভাসা আলোচনা শুনতাম, অবসর-প্রাপ্ত বরিষ্ঠ বি.ই.কলেজ প্রক্তনীদের এক সংগঠন রয়েছে বিধাননগরে যারা সরকারের থেকে জমি পেয়েছে সংগঠনের নামে বাড়ি করার জন্য। এই কথাগুলো বলার মধ্যে কিছুটা শ্লেষাত্মক বা বক্রোক্তি মিশ্রিত থাকত। কারণটা অনুমেয়।

আমি, যেহেতু অবসর-প্রাপ্ত ও বরিষ্ঠ প্রাক্তনী কোনোটাই ছুঁইনি সেসময়, কাজেই যোগাযোগ করার খুব একটা আগ্রহ হয়নি। অফিসেও আমাদের কলেজের প্রাক্তনীদের কাছে ক্লাবের আলোচনা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।

ক্লাবের কথা বিস্তারিতভাবে শুনলাম আমার স্ত্রী (করবী চৌধুরী)র মুখে। এখানে আসার পর গান গাইবার সুবাদে তার বিধাননগরের বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মহিলাদের সাথে আলাপ হয় ও তাদের বিভিন্ন সমিতির সদস্য হয়। মহিলা মহলে আমাদের ক্লাবের বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম ও গান বাজনার কথা আলোচনায় শুনে একবার আমায় বলেছিল ক্লাবের কার্য-সমিতির সাথে যোগাযোগ করতে। ঘটনাচক্রে এরমধ্যে একদিন বাড়িতে মিহিরদা (শ্রদ্ধেয় মিহির কুমার চ্যাটার্জী) এলেন। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে আমায় বললেন ক্লাবের সদস্য হতে। এরপর বন্ধু সুকোমল কুন্ডু ও ওর স্ত্রী শুভ্রা কুন্ডু, সুদীপ্ত ঘোষ ও ওর স্ত্রী ড. কাজল ঘোষের উৎসাহে ক্লাবের সদস্য হই সম্ভবত এই শতকের প্রথম দশকের প্রথম দিকে। আমার স্ত্রীতো তদানীন্তন ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাথে গান বাজনা, কালচারাল প্রোগ্রাম নিয়ে বেশ জমিয়ে বসল। প্রথমে কিছুদিন অনিয়মিত, তারপর নিয়মিত যাতায়াতে ক্রমে ক্রমে আমারও বড়, ছোট সবার সাথে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। দেখলাম, যা

লোকমুখে রটনা, সেটা একেবারেই ঠিক ঘটনা নয়। এখানে অবসর-প্রাপ্ত বরিষ্ঠ প্রাক্তনীরাতো রয়েছেনই, আছেন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত অনেক সদস্যরা যাদের মধ্যে আবার অনেকে ক্লাবের সূচনা-পর্ব থেকে। কয়েক বছর পরে আমার বার্ষিক-সদস্য থেকে আজীবন-সদস্যে উত্তরণ ও দীপ্ত(দীপ্ত সুন্দর মল্লিক)র উৎসাহে ক্লাবের বিভিন্ন কার্য-সমিতিতে যোগদান।

৩)

এবার আমার স্মৃতিতে এখনো সজীব থাকা ঘটনাগুচ্ছ থেকে কয়েকটি বলি।

প্রথমেই আসি লাইব্রেরীর কথায়। ওই ছোট জায়গায় সাপ্তাহিক ক্লাব-ডেতে সন্ধ্যে সাতটা অব্দি জমিয়ে আড্ডা হতো বিভিন্ন বিষয়ে। মধ্যমনি ছিলেন শ্যামলদা (শ্রদ্ধেয় শ্যামল ধর, প্রতিষ্ঠিত লেখক অতীন্দ্রিয় পাঠক ছদ্মনামে)। অনেকেই আসতেন, মাঝে মাঝে কয়েকজন বৌদিও। গল্প করার সাথে সাথে দেখেছি কয়েকজন সিনিয়র দাদা প্রত্যেকটি বইয়ে কাগজ সেঁটে ক্রমিক সংখ্যা দিচ্ছেন আর শ্যামলদা খাতায় লিপিবদ্ধ করছেন। সাতটার পর লাইব্রেরি বন্ধ করে আড্ডা এসে বসত লাউঞ্জে কিছুক্ষণের জন্য। সময়ের সাথে সাথে এটি স্তিমিত হয়ে আসে।

মাঝে মাঝে অন্যান্য প্রোগ্রামের সাথে সাথে সৎসঙ্গ ধরনের সভারও আয়োজন হতো। সাধারণত রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ আসতেন, বক্তৃতা দিতেন, পাঠ করতেন। শেষে প্রণাম পর্ব ও সাথে প্রনামীও। বলাবাহুল্য শ্রোতা উপস্থিতি নজরে পড়ার মত ছিল না। কয়েকবছর পর এই প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়। তবে পরবর্তী পর্যায়ে এই বিষয়ে কয়েকটি মনোগ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রফেসর অরূপ প্রধান, সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী(উনি শিশ দিয়ে ভালো গানও গাইতে পারেন), প্রফেসর সোমনাথ ভট্টাচার্য।

ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একবার শ্রীমতি সংঘমিত্রা দাস ওরফে সংঘমিত্রা বাউল এসেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে দল নিয়ে। শান্তিনিকেতনে উনি বাউল, ঝুমুর ইত্যাদি লোক-সংস্কৃতির সঙ্গীত ও চিত্রকলা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন, সাথে দেশ বিদেশে গিয়ে প্রচারও। আমাদের ক্লাবের স্টেজে বাউল ও অন্যান্য লোকগীতি নিয়ে আলোচনার সাথে সাথে পায়ে ঘুঘুর বেঁধে হাতে একতারা নিয়ে অপূর্ব সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উপস্থিত দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ।

সম্প্রতি প্রয়াত সংগীতশিল্পী ও গীতিকার প্রতুল মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। শুনেছি ওনার রচিত সঙ্গীত 'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই' ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশনের বিশেষত্ব, উনি কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন না। নিজস্ব তৈরি ঘরানায় মাইক্রোফোনের সামনে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের মুদ্রা সহযোগে শ্বাস,কন্ঠ,নাসিকা ব্যবহার করে গান গাইতেন। শ্রোতাদের মধ্যে কাউকে কথা বলতে বা চা পান করতে দেখলে অথবা মোবাইল বাজলে, গান থামিয়ে 'এগুলি শেষ না হওয়া অব্দি গাইবেন না' বলে হুশিয়ারি দিতেন। ওনার উপস্থাপনার সময় এখানেও এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। উপস্থিত দর্শকরা বাধ্য ও সহানুভুতিশীল, কাজেই ব্যাপারটা সামলে নিতে অসুবিধে হয়নি। উনি একই ভঙ্গিমায় তাঁর নিজস্ব ঘরানায় এক ঘন্টার থেকে বেশি সময় পর পর গান গাইলেন (মাঝের সেই অল্প অস্বস্তিকর বিরতিটুকু বাদ দিয়ে)। দর্শকদের প্রাপ্তি একটি নতুন ধরনের উপভোগ্য সংগীত-অনুষ্ঠান।

কলেজের প্রাক্তনী বিখ্যাত থিয়েটার-ব্যক্তিত্ব বাদল সরকারের শতাব্দী থিয়েটার গ্রুপের পথ-নাটিকার দলের কয়েকজন কুশীলব এখানে একটি নাটক প্রদর্শন করেছিলেন (নাটকের নাম মনে নেই)।মঞ্চ ক্লাবের দোতলার অর্ধেকটা খালি মেঝ, মেকআপ ছাড়া নাটকের চরিত্ররা অভিনয় করছেন, সামনে দাঁড়িয়ে আমরা জনা পঞ্চাশেক দর্শক অবাক হয়ে দেখছি। অপুর্ব উপস্থাপনা।নাটক শেষে চাদর ধরলেন কুশীলবদের কয়েকজন। দর্শকরা নিজেদের ইচ্ছে মতো টাকা দিলেন।

গত তিন দশকের বাংলা রঙ্গমঞ্চের দু ' জন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রীমতি সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় ও শ্রী দেবশঙ্কর হালদার এসেছিলেন ক্লাবে। সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় তার বক্তব্যের সাথে তার অভিনীত কয়েকটি চরিত্রের টুকরো টুকরো অংশ অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন।দেবশঙ্কর হালদার শুধু অভিনেতা নন, উনি দূর্দান্ত বাচিক শিল্পীও বলা যায়। ঘন্টা খানেকের উপর নিজের জীবনের ঘটনা প্রবাহের উপর চমৎকার বক্তব্য পেশ করার সাথে সাথে আবৃত্তি সহকারে কিছু কিছু কবিতার অংশ-বিশেষ শোনালেন। উপস্থিত শ্রোতারা মুগ্ধ।

ভারত বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত ওস্তাদ রশিদ খান(পদ্মভূষণ)কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ক্লাবে।সাথে ওনার দুজন ছাত্রী এসেছিল।ওনার পড়নের বেশভূষা আধুনিক, জিন্সের ট্রাউজার ও টি - সার্ট।বোঝা যাচ্ছিল উনি আসরে বসবেন না। তবে মাইক হাতে তাঁর ঈশ্বর-প্রদত্ত গলার এক ঝলক তান পরিবেশন, সেদিন উপস্থিত শ্রোতাদের পরম প্রাপ্তি।উনি চলে যাবার পরে ওনার দুই ছাত্রী দারুন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

ক্লাবের কাজকর্ম শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়।নিয়মিত বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়েও আলোচনাও একটি বিশেষ অঙ্গ।গত দশকে একদিনের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের টেকনিকাল এডুকেশনের উপর। বিভন্ন ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী প্রকৌশলী অধ্যাপকরা যোগদান করেছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী অধ্যাপকদের নিয়ে সান্ধ্যকালীন আলোচনা সভা হয়েছে।প্রখ্যাত কনা-পদার্থবিদ প্রফেসর ডঃ প্রবীর রায়(শান্তি স্বরুপ ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্ত) মহাকাশের কনা-তরঙ্গের সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। বিশিষ্ট জ্যোতিরপদার্থবিদ প্রফেসর ডঃ দুর্গাপ্রসাদ দুয়ারী বলেছিলেন চন্দ্র-অভিযান এবং সেখানে অস্থায়ী বসতি কেমন হতে পারে ইত্যাদি নিয়ে।খুবই মনোগ্রাহী হয়েছিল ওনার বক্তৃতা।বিখ্যাত সৌর-শক্তি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ উপস্থাপনা করেছিলেন সৌর-শক্তি প্রয়োগে বিদ্যুত উৎপাদন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সৌর-কোষের ব্যবহারিক প্রয়োগ ইত্যাদি নিয়ে।

আমাদের কলেজের প্রাক্তনী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ জল-সম্পদ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ অরুণ কুমার দেব (১৯৫৭ সিভিল) বলেছিলেন বিশ্বব্যাপী জল সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা,জল-সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে।আমাদের কলেজের প্রাক্তনী ও আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তন ডাইরেক্টর প্রফেসর অমিতাভ ঘোষ(১৯৬২ মেকানিকাল) চমতকার ভাবে বুঝিয়েছিলেন প্রযুক্তির ব্যবহার সহকারে সাইকেলের বিবর্তনের ইতিহাস ।

ক্লাবের সাথে কুড়ি বছরের বেশি সময় ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থাকায় মনে পড়ে,বাইরের গুণীজন ছাড়াও ক্লাবের সদস্য ও তাদের পরিবারদের দ্বারা মঞ্চস্থ আকর্ষণীয় সব নাটক, চমতকার গান বাজনা ও আবৃত্তির আসরের কথা।মনে পড়ে তাঁদের কথা যাদের সাথে

সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এসব নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে বসলে লেখা দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে, কাজেই আপাতত এই পর্যন্ত থাক।

৪)

যুগের সাথে সাথে সমাজের সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ক্লাবও ব্যতিক্রম নয়। আমার পরবর্তী বিভিন্ন দশকের প্রাক্তনীরা বর্তমানে ক্লাবের কার্য-পরিচালনার সাথে যুক্ত। তাদের আধুনিক চিন্তাধারা ও স্বপ্ন, আগামী দিনে ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরো উন্নত থেকে উন্নততর সমৃদ্ধির পথে। এই বিশ্বাস নিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করছি।

বি ই কলেজ এক্স-স্টুডেন্টস্ ক্লাব দীর্ঘজীবী হোক।

—----------

প্রতিবেদক ১৯৬৮ ইলেকট্রিক্যাল ও ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি।